স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

বনাম

এমএসটিসি লিমিটেড

(দেওয়ানী আপিল নং ৫০১/২০২০)

২১শে জানুয়ারি, ২০২০

[আর.এফ. নরিম্যান এবং ভি. রামসুব্রমানিয়ান, বিচারপতিদ্বয়]

ঋণ পুনরুদ্ধার এবং দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩ - ধারা ১৯, ২০, ২১ এবং ২২ - ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল (পদ্ধতি) বিধি, ১৯৯৩ - বিধি ৫এ - পর্যালোচনার আবেদন - আপিলকারী-ব্যাংক ১৯১,০৩,৫৪,০৭০.৯৬/- টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য আরডিবি আইনের ১৯ ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করে - আপিলকারী একটি আই.এ. দায়ের করে জানায় যে, প্রতিবাদী-কোম্পানির প্রাসঙ্গিক বছরগুলির ব্যালেন্স শীটে থাকা স্বীকারোক্তি অনুসারে, প্রতিবাদীর কাছে ২২২,৫১,০০,০০০/- টাকা পাওনা রয়েছে - উক্ত আই.এ. ডিআরটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় - প্রতিবাদী ডিআরএটি-তে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল দায়ের করে - আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, প্রতিবাদী ডিআরটি-তে একটি পর্যালোচনা আবেদন দায়ের করে - এরপরে, পূর্বে দায়ের করা আপিল প্রত্যাহার করা হয় - ইতিমধ্যে, ডিআরটি-তে পর্যালোচনা আবেদন দায়ের করতে ২৮ দিনের বিলম্ব মওকুফ করার জন্য একটি আবেদন দায়ের করা হয় - ডিআরটি কর্তৃক আবেদনটি খারিজ করা হয় - রিট পিটিশন - হাইকোর্ট রায় দেয় যে, পর্যালোচনা আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে কোনো আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাই, একটি রিট পিটিশন গ্রহণযোগ্য হবে - হাইকোর্ট আরও রায় দেয় যে, আরডিবি আইনের ১৯ ধারার অধীনে আবেদন একটি পর্যালোচনা আবেদনকে অন্তর্ভুক্ত করবে, কারণ আরডিবি আইনের ২২ ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ১৯ ধারার অধীনে পাস করা আদেশ থেকে একটি পর্যালোচনা আবেদন উদ্ভূত হবে এবং তাই এটি এমন একটি আবেদন হবে না যা আইনের ১৯ ধারা থেকে স্বাধীন বলা যেতে পারে - এই কারণে, হাইকোর্ট বিলম্ব মওকুফ করে এবং ডিআরটি-এর রায় বাতিল করে - আপিলে, রায় দেওয়া হয়: ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের সুপ্রিম কোর্টের রায়টি স্পষ্টভাবে জানায়, যদিও সামান্য ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, যে আরডিবি আইনের ২৪ ধারায় শুধুমাত্র ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য কোনো আবেদনের কথা নয় - এই কারণে, একটি পর্যালোচনা আবেদন, ১৯ ধারার অধীনে আবেদন না হয়ে, ২২ (২) (ই) ধারা

আর/ডব্লিউ বিধি ৫এ-এর অধীনে আবেদন হওয়ায়, এই রায়টি আরডিবি আইনের ২৪ ধারার পরিধি থেকে পর্যালোচনা আবেদনগুলিকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে - হাইকোর্ট সিপিসি-র আদেশ XLVII, বিধি ৭ ও ভুলভাবে প্রয়োগ করেছে - আরডিবি আইনের ২২ (১) ধারা স্পষ্টভাবে জানায় যে, ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না, যা স্পষ্টভাবে জানায় যে, আদেশ XLVII, বিধি ৭ ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না - এছাড়াও, ২০ ধারা পর্যালোচনা আবেদন এবং আপিলের সাপেক্ষে তৈরি আদেশ সহ করা যেতে পারে এমন সমস্ত আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য - এছাড়াও, আইনের ৩৪ ধারা স্পষ্টভাবে জানায় যে, ১৯৯৩ সালের আইন, বর্তমানে বলবৎ অন্য যেকোনো আইনের উপর প্রাধান্য পাবে, যার মধ্যে দেওয়ানি কার্যবিধি অন্তর্ভুক্ত - হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে এই রায় দিতে ভুল করেছে যে, পর্যালোচনা আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে কোনো আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না এবং একটি রিট পিটিশন গ্রহণযোগ্য হবে - অতএব, হাইকোর্টের রায় বহাল রাখা যাবে না এবং বাতিল করা হল।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করা হয়েছিলোঃ ১. ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল (পদ্ধতি) বিধি, ১৯৯৩-এর বিধি ২(খ) এবং ২(গ) যথাক্রমে "আবেদনকারী" এবং "আবেদন" সংজ্ঞায়িত করে, যার মধ্যে ঋণ পুনরুদ্ধার এবং দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩-এর ১৯, ৩১এ ধারার অধীনে আবেদনকারী এবং আবেদন, সেইসাথে আইনের ৩০(১) ধারার অধীনে দায়ের করা আপিল অন্তর্ভুক্ত। ৩১এ ধারার অধীনে একটি আবেদন হল ২০০০ সালের সংশোধনী আইন শুরু হওয়ার আগে কোনো আদালত কর্তৃক পাস করা ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করার জন্য একটি আবেদন এবং যা এখনও কার্যকর করা হয়নি। ৩০(১) ধারার অধীনে একটি আপিল হল আইনের অধীনে পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে করা একটি আপিল। বিধি ২(গ) কেন ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন ছাড়াও ৩১এ ধারার অধীনে আবেদন এবং ৩১ ধারার অধীনে দায়ের করা আপিল হিসাবে আবেদন সংজ্ঞায়িত করে, তার কারণ হল বিধিগুলির ৪ বিধির অধীনে এই ধরনের আবেদন/আপিল দায়ের করার পদ্ধতি বিধিগুলির সাথে সংযুক্ত ফর্ম ১ থেকে ৩-এর অধীনে নির্ধারিত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, বিধিগুলির অধীনে এই বর্ধিত সংজ্ঞাও বিধি ৫এ-এর অধীনে দায়ের করা পর্যালোচনার আবেদন অন্তর্ভুক্ত করে না। বস্তুত, নিয়ম ৭ স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করে যে, পর্যালোচনার জন্য আবেদন সহ প্রতিটি আবেদনপত্র

পৃথকভাবে এবং স্বাধীনভাবে দেখা হবে, কারণ এই ধরনের আবেদনপত্র দাখিলের জন্য প্রদেয় ফি সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেমনটি নিয়মের নিয়ম ৭(২) থেকে স্পষ্ট। [অনুচ্ছেদ ৮][৪৫৮-ঘ-চ]

২. প্রকৃতপক্ষে, এই আদালত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছিল যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারা আরডিবি আইনের ৩০(১) ধারার অধীনে ৩০ দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের করতে বিলম্ব মওকুফ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা। আদালত প্রথমত, অনুচ্ছেদ ৮-এ জানায় যে, আরডিবি আইন নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ আইন এবং ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বকেয়া দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য নিজের দ্বারা সম্পূর্ণ একটি বিধি। তারপর অনুচ্ছেদ ২২(১) এবং অনুচ্ছেদ ৯-এ উল্লেখ করে যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারা একটি ট্রাইব্যুনালে যথাযথভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ এটি কোনো আদালত নয়। [অনুচ্ছেদ ৯] [৪৫৮জি-এইচ; ৪৫৯এ]

৩. এই আদালতের রায় স্পষ্টভাবে জানায়, যদিও সামান্য ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, যে আরডিবি আইনের ২৪ ধারায় শুধুমাত্র ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য কোনো আবেদনের কথা নয়। এই কারণে, একটি পর্যালোচনা আবেদন, ১৯ ধারার অধীনে আবেদন না হয়ে, ২২ (২) (ই) ধারা আর/ডব্লিউ বিধি ৫এ-এর অধীনে আবেদন হওয়ায়, এই রায়টি আরডিবি আইনের ২৪ ধারার পরিধি থেকে পর্যালোচনা আবেদনগুলিকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে। [অনুচ্ছেদ ১০] [৪৬১এ-বি]

৪. বিধি ৫এ-এর বাধ্যতামূলক ভাষা এটাও স্পষ্টভাবে জানায় যে, ৩০ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার কোনো ক্ষমতা নেই। এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিধি ৫এ ১৯৯৭ সালে একটি দীর্ঘ সময়সীমা সহ যোগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ পর্যালোচনা আবেদন দায়ের করার জন্য ৬০ দিন। ২০১১ সালের ৪ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়া সংশোধনীর মাধ্যমে এই সময়সীমা কমিয়ে ৩০ দিন করা হয়। এই দুটি বিষয় থেকে এটা স্পষ্ট যে, মূল বা সংশোধিত বিধানে, ২০(৩) ধারায় উল্লিখিত বিলম্ব মওকুফ করার কোনো পৃথক ক্ষমতা নেই; এবং দ্বিতীয়ত, ৬০ দিনের সময়সীমা খুব দীর্ঘ বিবেচিত হয়েছিল এবং তাই ৩০ দিনের সময়সীমা করা হয়েছিল, যা এটা প্রমাণ করে যে, পর্যালোচনা আবেদনগুলি, যদি সেগুলি দায়ের করা হয়, তবে সীমাবদ্ধতার একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দায়ের করা উচিত - অন্যথায় সেগুলি গ্রহণযোগ্য হবে না। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৪৬২সি-ডি]

৫. এই আদালত এটাও মনে করে যে, হাইকোর্ট দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ XLVII বিধি ৭ ভুলভাবে প্রয়োগ করেছে। আইনের ২২(১) ধারা স্পষ্টভাবে জানায় যে, ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না, যা স্পষ্টভাবে জানায় যে, আদেশ XLVII বিধি ৭ ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এছাড়াও, ২০ ধারা পর্যালোচনা আবেদন এবং আপিলের সাপেক্ষে তৈরি আদেশ সহ করা যেতে পারে এমন সমস্ত আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাই আদেশ XLVII বিধি ৭ কীভাবে প্রযোজ্য হবে, তা বোঝা কঠিন, কারণ ২০ ধারা আরডিবি আইনের একটি সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক বিধির অংশ। আইনের ৩৪ ধারা স্পষ্টভাবে জানায় যে, ১৯৯৩ সালের আইন, বর্তমানে বলবৎ অন্য যেকোনো আইনের উপর প্রাধান্য পাবে, যার মধ্যে দেওয়ানি কার্যবিধি অন্তর্ভুক্ত। হাইকোর্ট, এই রায় দিতে ভুল করেছে যে, পর্যালোচনা আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে কোনো আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না এবং একটি রিট পিটিশন গ্রহণযোগ্য হবে। [অনুচ্ছেদ ১৫ এবং ১৬] [৪৬২ই; ৪৬৩বি-ডি]

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম অফিসিয়াল লিকুইডেটর অফ অ্যালড্রিচ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড অ্যান্ড আদার্স (২০১৭) ১৬ এসসিসি ১৩৭ : (২০১৭) ১০ এসসিআর ১৯৯ - নির্ভর করা হয়েছে।

কমলেশ বর্মা বনাম মায়াবতী অ্যান্ড আদার্স (২০১৩) ৮ এসসিসি ৩২০ : (২০১৩) ১১ এসসিআর ২৫ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১৭) ১০ এসসিআর ১৯৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২ (vii)
(২০১৩) ১১ এসসিআর ২৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার : দেওয়ানী আপিল নং ৫০১/২০২০।

২০১৮ সালের ২৭৬৫ নম্বর রিট পিটিশনে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতিদের রায় এবং ০৩.০৫.২০১৯ তারিখের আদেশ থেকে।

নীরজ কিষাণ কৌল, প্রবীণ আইনজীবী, তুষাদ কুপার, এমএস. অনুষ্কা শারদা, রোহিত ঘোষ, এমএস. স্মৃতি নায়ার, বরুণ মাথুর, আকাশ লাম্বা, দিব্যাংযু শ্রীবাস্তব (মেসার্স খৈতান অ্যান্ড কোং.), আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

তুষার মেহতা, সলিসিটর জেনারেল, অমর দাভে, হেমন্ত শর্মা, এমএস. অনামিকা, এমএস. ইন্দু শর্মা, প্রতিবাদীর পক্ষে আইনজীবী।

আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি আদালতের রায় দেন।

১. ছুটি মঞ্জুর করা হল।

২. বর্তমান আপিলটি ঋণ পুনরুদ্ধার এবং দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩ (এরপর "আরডিবি আইন" বা "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে উত্থাপিত আকর্ষণীয় প্রশ্ন উত্থাপন করে। উত্থাপিত প্রশ্নগুলি বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি নিম্নরূপ:-

(i) ২৯.০৮.২০০৮ তারিখে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, যা এখানে আপিলকারী, এবং এমএসটিসি লিমিটেডের মধ্যে একটি প্রাপ্য ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা এখানে প্রতিবাদী, একটি সরকারি কোম্পানি, যেখানে আপিলকারী কর্তৃক বিদেশী ক্রেতাদের কাছ থেকে কেনা চালানগুলির ক্ষেত্রে বিদেশী ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্যগুলি ছিল। আপিলকারী কর্তৃক উত্থাপিত পরিমাণের ৯৫% প্রতিবাদীকে পাঠানো হয়েছিল।

(ii) আইসিআইসিআই লম্বার্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে এই পক্ষগুলি কর্তৃক একটি রপ্তানি বীমা নীতি নেওয়া হয়েছিল, যার অধীনে বিদেশী ক্রেতাদের অর্থ প্রদানে খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানি প্রতিবাদী এবং আপিলকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছিল।

(iii) আপিলকারী উক্ত বীমা কোম্পানির কাছে একটি দাবি জানিয়েছিল, যা ০৩.০৩.২০১১ তারিখে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে, ১৩.০৩.২০১২ তারিখে, আপিলকারী ডিআরটি মুম্বাইয়ের সামনে আরডিবি আইনের ১৯ ধারার অধীনে ১৯১,০৩,৫৪,০৭০.৯৬/- টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আবেদন দায়ের করে, যা ও.এ. নং ৪৩ অফ ২০১২।

(iv) ডিআরটি মুম্বাইয়ের সামনে একটি আই.এ. দায়ের করা হয়েছিল, যা ২৬.০৯.২০১৩ তারিখে তার এখতিয়ারকে চ্যালেঞ্জ করে, এবং এর বিরুদ্ধে একটি আপিল ০৩.০২.২০১৭ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল, যেখানে রায় দেওয়া হয়েছিল যে, ডিআরটি মুম্বাইয়ের মামলার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আঞ্চলিক এখতিয়ার রয়েছে।

(v) এই পর্যায়ে, আপিলকারী কর্তৃক একটি আই.এ. দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে, প্রতিবাদী-কোম্পানির প্রাসঙ্গিক বছরগুলির ব্যালেন্স শীটে থাকা স্বীকারোক্তি অনুসারে, প্রতিবাদীর কাছে ২২২,৫১,০০,০০০/- টাকা পাওনা রয়েছে। ২৬.১০.২০১৭ তারিখে ডিআরটি মুম্বাই কর্তৃক এই আই.এ. অনুমোদিত হয়েছিল।

(vi) ১৭.১১.২০১৭ তারিখে ডিআরএটি-তে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী-কোম্পানি কর্তৃক একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল। আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, ১৮.১২.২০১৭ তারিখে ডিআরটি-তে পর্যালোচনা আবেদন নং ১ অফ ২০১৮ দায়ের করা হয়েছিল, আপিলকারী কর্তৃক ০২.০১.২০১৮ তারিখে সময়সীমা সম্পর্কিত আপিল প্রত্যাহার করার পরে।

(vii) ইতিমধ্যে, ডিআরটি-তে পর্যালোচনা আবেদন দায়ের করার জন্য ২৮ দিনের বিলম্ব মওকুফ করার জন্য ১৬.০২.২০১৮ তারিখে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল (পদ্ধতি) বিধি, ১৯৯৩ (এরপর "বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর বিধি ৫এ-এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়সীমা ৩০ দিন। ২১.০৪.২০১৮ তারিখে এই পর্যালোচনা আবেদনটি ডিআরটি কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল, যেখানে এই আদালতের রায় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম অফিসিয়াল লিকুইডেটর অফ অ্যালড্রিচ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড অ্যান্ড আদার্স, (২০১৭) ১৬ এসসিসি ১৩৭ অনুসরণ করা হয়েছিল, এবং সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ৫ ধারা বিধি ৫এ-এর অধীনে দায়ের করা পর্যালোচনা আবেদনগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে রায় দেওয়া হয়েছিল। সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ১৪ ধারার অধীনে সময় বাদ দেওয়ার জন্য আরও একটি আবেদনও ডিআরটি কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে, আপিলের পরে পর্যালোচনা আবেদন দায়ের করা প্রমাণ করবে যে, আপিলের বিধান, যার জন্য ২৫% জমা প্রয়োজন, এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এবং তাই, ১৪ ধারার অধীনে সময় বাদ দেওয়া যাবে না, কারণ প্রতিবাদী-কোম্পানি বিষয়টি সৎ উদ্দেশ্যে করেনি।

(viii) ২১.০৪.২০১৮ তারিখের আদেশ থেকে, বোম্বে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল, যা ০৩.০৫.২০১৯ তারিখে বিতর্কিত রায় দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যেখানে রায় দেওয়া হয়েছিল যে, আপিল দায়ের করার বিকল্প প্রতিকার উপলব্ধ না থাকায়, রিট পিটিশন গ্রহণযোগ্য হবে। যেকোনো ক্ষেত্রে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের এই আদালতের রায় (উপরে) আরডিবি আইনের ৩০ ধারার বিবেচনার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং অনুচ্ছেদ ১৪-এ বলা রায়টি এই মামলার ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেন এটি আরডিবি আইনের ১৯ ধারার অধীনে করা একটি মূল আবেদন (২(খ) ধারার অধীনে সংজ্ঞার মাধ্যমে ১৯ ধারার অধীনে করা আবেদন এবং অন্য কোনো আবেদন নয়) এবং পর্যালোচনা আবেদন ১৯ ধারার অধীনে পাস করা একটি আদেশ থেকে উদ্ভূত হবে, আরডিবি আইনের ২২ ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে এবং অতএব, এটি এমন কোনও আবেদন হবে না যা আরডিবি আইনের ধারা .১৯ থেকে স্বাধীন বলা যেতে পারে।

এই কারণে, হাইকোর্ট ডিআরটি-এর রায় বাতিল করে, পর্যালোচনা আবেদন দায়ের করার বিলম্ব মওকুফ করে এবং ফাইলটিতে পর্যালোচনা আবেদন পুনরুদ্ধার করে।

৩. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবী শ্রী নীরজ কিষাণ কৌল, সমস্ত বিষয়ে যুক্তি দেন যে, হাইকোর্ট ভুল করেছে। প্রথমত এবং সর্বাগ্রে, হাইকোর্ট ডিআরএটি-এর আগে পর্যালোচনা খারিজের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না, এই রায় দেওয়ার জন্য সিপিসি-র আদেশ XLVII বিধি ৭ বিবেচনা করেনি, কারণ আদেশ XLVII বিধি ৭ আরডিবি আইনের ২২(১) ধারার অধীনে প্রযোজ্য নয় এবং আরডিবি আইনের ২০ ধারা স্পষ্টভাবে জানায় যে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরডিবি আইনের অধীনে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এমন সমস্ত আবেদনের ক্ষেত্রে ডিআরএটি-এর এখতিয়ার প্রযোজ্য। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (উপরে) রায়টি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত ছিল, কারণ রায়ের অনুপাত স্পষ্টভাবে জানায় যে, আরডিবি আইনের ২৪ ধারায় শুধুমাত্র ১৯ ধারার অধীনে উল্লিখিত আবেদনগুলি অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে, একটি পর্যালোচনা আবেদন, একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া হওয়ায়, আরডিবি আইনের ২৪ ধারার "আবেদন" অভিব্যক্তির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তিনি কমলেশ বর্মা বনাম মায়াবতী অ্যান্ড আদার্স, (২০১৩) ৮ এসসিসি ৩২০-এর রায়টিও উল্লেখ করেন, যা এই যুক্তিকে সমর্থন করে যে, পর্যালোচনা আবেদন মূল প্রক্রিয়ার সমান নয়। এছাড়াও, আরডিবি আইনের বিধি ৫এ-এর সাথে তুলনা করে, তিনি বলেন, যেহেতু উক্ত বিধিতে কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তাই ৩০ দিনের পরে দায়ের করা পর্যালোচনা আবেদন খারিজ করতে হবে, যা ২০ ধারার সাথে যুক্ত, বিধি ৫এ-তে বিলম্ব মওকুফের কোনো বিধান নেই, যা স্পষ্টভাবে জানায় যে, বিতর্কিত রায়টি এই ভিত্তিতেও ত্রুটিপূর্ণ।

৪. প্রতিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অমর দাভে, তাঁর সমস্ত যুক্তি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। প্রথমত এবং সর্বাগ্রে, তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, ডিআরটি-এর আগে ও.এ. ছিল ২০১২ সালে এবং এটি শুধুমাত্র ২০১৭ সালে রায়ের জন্য নেওয়া হয়েছিল, পাঁচ বছর ধরে সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন আবেদন বিবেচনা করার পরে। তিনি ১৯ ধারার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, বিশেষ করে উপ-ধারা (২)-এর দিকে, এই যুক্তি দেওয়ার জন্য যে, আইনের অধীনে করা যেতে পারে এমন আবেদনগুলির তালিকা সম্পূর্ণ নয়। তিনি হাইকোর্টের রায়ের যুক্তির উপরও দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন

এবং বলেন যে, ১৯ এবং ২২ ধারা একসাথে পড়া উচিত, কারণ একটি পর্যালোচনা প্রক্রিয়া মূল প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় এবং প্রক্রিয়ার অংশ এবং পার্সেল। এই কারণে, সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ৫ ধারা পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (উপরে) অনুচ্ছেদ ১২-এর উপর নির্ভর করেন, এই যুক্তি দেওয়ার জন্য যে, সেই রায় এবং বর্তমান মামলার ঘটনাগুলির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হল, পূর্ববর্তী মামলায়, ৩০ ধারা প্রাক এবং পোস্ট সংশোধনী নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং রায় দেওয়া হয়েছিল যে, পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল, যা আরডিবি আইনের ৩০ ধারা দ্বারা পরিচালিত হবে, এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল হবে, যিনি একটি ট্রাইব্যুনাল নন, এবং এই কারণে, অনুচ্ছেদ ১২-এর দ্বিতীয় বাক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে বলা হয়েছে যে, পুনরুদ্ধার কর্মকর্তাকে যদি একটি ট্রাইব্যুনাল হিসেবে বিবেচনা করা হত, তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখতে হত। তাই, তাঁর মতে, এই রায়টি সম্পূর্ণরূপে পৃথকযোগ্য। তিনি রিট পিটিশনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে বিতর্কিত রায়টিকেও সমর্থন করেন।

৫. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, আরডিবি আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির কিছু বিধান উল্লেখ করা প্রয়োজন। আরডিবি আইনের ২ (খ) ধারা নিম্নরূপ:

"২. সংজ্ঞা:-

(খ) "আবেদন" বলতে ১৯ ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালে করা আবেদন বোঝায়;"

আরডিবি আইনের ১৯ ধারা নিম্নরূপ:

"১৯. ট্রাইব্যুনালে আবেদন। -

(১) যদি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ঋণ পুনরুদ্ধার করতে চায়, তবে এটি সেই স্থানীয় সীমার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে একটি আবেদন করতে পারে, যেখানে-

(ক) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা বা অন্য কোনো অফিস, যেখানে দাবি করা ঋণের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে, বর্তমানে রয়েছে; অথবা

(কক) প্রতিবাদী, বা প্রতিবাদীদের প্রত্যেকে, যেখানে আবেদনের সময় একের অধিক প্রতিবাদী থাকে, প্রকৃতপক্ষে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করে বা ব্যবসা পরিচালনা করে, বা ব্যক্তিগতভাবে লাভের জন্য কাজ করে; অথবা

(খ) কোনো প্রতিবাদী, যেখানে আবেদনের সময় একের অধিক প্রতিবাদী থাকে, প্রকৃতপক্ষে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করে বা ব্যবসা পরিচালনা করে, বা ব্যক্তিগতভাবে লাভের জন্য কাজ করে; অথবা

(গ) যে কারণে, সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে, মামলাটি উদ্ভূত হয়।

(২) যদি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তার ঋণ পুনরুদ্ধার করার জন্য, উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ট্রাইব্যুনালে একটি আবেদন দায়ের করে এবং একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরও তার ঋণ পুনরুদ্ধারের দাবি থাকে, তবে পরবর্তী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, চূড়ান্ত আদেশ পাস হওয়ার আগে, কার্যক্রমের যেকোনো পর্যায়ে আবেদনকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ দিতে পারে, সেই ট্রাইব্যুনালে একটি আবেদন করে।

XXX XXX XXX

(৫) (i) প্রতিবাদীকে সমন জারির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে, তার প্রতিরক্ষার একটি লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করতে হবে, যার মধ্যে উপ-ধারা (৬) বা (৮)-এর অধীনে সেট-অফ বা পাল্টা দাবির দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যদি থাকে, এবং এই ধরনের লিখিত বিবৃতির সাথে মূল নথি বা এর সত্য অনুলিপি থাকতে হবে, যা প্রতিবাদী তার প্রতিরক্ষায় নির্ভর করে, ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রতিবাদী উক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ব্যর্থ হয়, তবে প্রিসাইডিং অফিসার, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে, যা লিখিতভাবে রেকর্ড করা হবে, উক্ত সময়কালকে আরও পনেরো দিনের বেশি নয় এমন সময়ের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারেন, প্রতিবাদীর প্রতিরক্ষার লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য;

XXX XXX XXX

(১৮) যদি ট্রাইব্যুনালের কাছে ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিধাজনক বলে মনে হয়, তবে এটি আদেশ দ্বারা-

(ক) যেকোনো সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগ করতে পারে, তা ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার আগে বা পরে হোক;

(খ) সম্পত্তির দখল বা হেফাজত থেকে যেকোনো ব্যক্তিকে অপসারণ করতে পারে;

(গ) রিসিভারের দখল, হেফাজত বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই কাজ করতে পারে;

(ঘ) রিসিভারকে এমন সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করতে পারে, যেমন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের সামনে মামলা দায়ের করা এবং রক্ষা করা এবং সম্পত্তির উপলব্ধি, ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নতির জন্য আবেদন দায়ের করা এবং রক্ষা করা, ভাড়া এবং লাভের সংগ্রহ, আবেদন এবং লাভের নিষ্পত্তি এবং মালিক নিজেই নথির সম্পাদন করা, অথবা ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করে এমন ক্ষমতা; এবং

(ঙ) প্রতিবাদীর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করার জন্য এবং এর বিক্রয়ের জন্য একজন কমিশনার নিয়োগ করতে পারে।

আরডিবি আইনের ২০, ২১ এবং ২২ ধারা নিম্নরূপ:

"২০. আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল। - (১) উপ-ধারা (২)-এ প্রদত্ত বিধান ব্যতীত, এই আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তৈরি বা তৈরি করা হয়েছে বলে বিবেচিত কোনো আদেশে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি, এই বিষয়ে এখতিয়ার থাকা আপিল ট্রাইব্যুনালে একটি আপিল করতে পারে।

XXX XXX XXX

(৩) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে প্রতিটি আপিল সেই তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হবে, যে তারিখে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তৈরি বা তৈরি করা হয়েছে বলে বিবেচিত আদেশের একটি অনুলিপি প্রাপ্ত হয় এবং এটি এমন আকারে হবে এবং নির্ধারিত ফি সহ জমা দিতে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল ট্রাইব্যুনাল ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে একটি আপিল গ্রহণ করতে পারে, যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে, সেই সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের না করার জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল।

২১. আপিল দায়ের করার সময় ঋণের বকেয়া পরিমাণের জমা। - যেখানে কোনো ব্যক্তি আপিল দায়ের করে, যার কাছ থেকে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কনসোর্টিয়ামের কাছে ঋণের পরিমাণ বকেয়া থাকে, সেখানে এই ধরনের আপিল আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তি আপিল ট্রাইব্যুনালের কাছে ঋণের পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ জমা দেয়, যা ১৯ ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল ট্রাইব্যুনাল, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করে, জমা দেওয়ার পরিমাণ কমাতে পারে, তবে এই পরিমাণ এই ধারার অধীনে জমা দিতে হবে এমন ঋণের পরিমাণের পঁচিশ শতাংশের কম হবে না।

২২. ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা। - (১) ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫) দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না, তবে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধান এবং যেকোনো বিধির সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকবে, যার মধ্যে তাদের বসার স্থানও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের এই আইনের অধীনে তাদের কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সেই একই ক্ষমতা থাকবে, যা দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে একটি দেওয়ানি আদালতে (১৯০৮ সালের ৫) একটি মামলা বিচারের সময় ন্যস্ত থাকে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, যথা:

(ক) XXX XXX XXX

(ঙ) তাদের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা;"

আরডিবি আইনের ২৪ ধারা নিম্নরূপ:

"২৪. সীমাবদ্ধতা। - সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সালের ৩৬) এর বিধানগুলি, যতদূর সম্ভব, ট্রাইব্যুনালে করা আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।"

আরডিবি আইনের ৩৪ (১) ধারা নিম্নরূপ:

"৩৪. প্রাধান্যকারী প্রভাবযুক্ত আইন। -

(১) উপ-ধারা (২)-এ প্রদত্ত বিধান ব্যতীত, এই আইনের বিধানগুলি বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনের মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও কার্যকর হবে এবং এই আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইনের কারণে কার্যকর অন্য কোনো আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।"

ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল (পদ্ধতি) বিধি, ১৯৯৩ এর বিধি ২(খ) এবং ২(গ) নিম্নরূপ:

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বনাম এমএসটিসি লিমিটেড ৪৫৫

[আর.এফ. নরিম্যান বিচারপতি]

২. - সংজ্ঞা। -

(খ) "আবেদনকারী" বলতে ১৯ ধারার অধীনে বা ৩১এ ধারার অধীনে আবেদনকারী ব্যক্তি বোঝায় এবং ৩০(১) ধারার অধীনে আপিলকারী "আবেদনকারী" অন্তর্ভুক্ত;

(গ) "আবেদন" বলতে ১৯ ধারার অধীনে বা ৩০(১) ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন বোঝায় এবং "আপিল" অন্তর্ভুক্ত;

বিধি ৪(১) বিধিগুলি নিম্নরূপ:

"৪. আবেদন দায়ের করার পদ্ধতি

(১) ১৯ ধারার অধীনে বা ৩১এ ধারার অধীনে বা ৩০(১) ধারার অধীনে একটি আবেদন, যথাসম্ভব ফর্ম ১, ফর্ম ২ বা ফর্ম ৩-এ উপস্থাপন করা যেতে পারে, যা এই বিধিগুলির সাথে সংযুক্ত রয়েছে, আবেদনকারীর দ্বারা বা তার এজেন্ট দ্বারা বা বেঞ্চের রেজিস্ট্রারকে যথাযথভাবে অনুমোদিত আইনি অনুশীলনকারী দ্বারা, যার এখতিয়ারের অধীনে তার মামলা পড়ে বা রেজিস্টার পোস্টের মাধ্যমে রেজিস্টারের কাছে পাঠানো হবে।"

বিধি ৫এ বিধিগুলি নিম্নরূপ:

"৫এ. পর্যালোচনা।

(১) কোনো পক্ষ যদি মনে করে যে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রেকর্ড অনুযায়ী কোনো ভুল বা ত্রুটির কারণে কোনো আদেশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে তারা আদেশটি পর্যালোচনা করার জন্য আবেদন করতে পারে, যে ট্রাইব্যুনাল আদেশটি দিয়েছে, তার কাছে।

(২) আদেশ দেওয়ার তারিখ থেকে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে পর্যালোচনার জন্য কোনো আবেদন করা যাবে না এবং কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না, যদি না আবেদন যাচাই করে একটি হলফনামা সহ জমা দেওয়া হয়।

(৩) যদি ট্রাইব্যুনালের কাছে মনে হয় যে, পর্যালোচনার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই, তবে এটি আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করবে, তবে যদি ট্রাইব্যুনালের মতামত হয় যে, পর্যালোচনার জন্য আবেদন মঞ্জুর করা উচিত, তবে এটি মঞ্জুর করবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আবেদন মঞ্জুর করা হবে না, আবেদনের বিষয়ে প্রতিপক্ষকে পূর্ববর্তী নোটিশ না দিয়ে, যাতে তারা উপস্থিত হতে পারে এবং যে আদেশের পর্যালোচনার জন্য আবেদন করা হয়েছে, তার সমর্থনে শুনানি হতে পারে।

৭. আবেদনের ফি।

(১) ১৯(১) ধারার অধীনে, বা ১৯(২) ধারার অধীনে, বা ১৯(৮) ধারার অধীনে, বা ৩০(১) ধারার অধীনে, বা অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন বা ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের পর্যালোচনার জন্য আবেদন, উপ-বিধি (২)-এ নির্ধারিত ফি সহ জমা দিতে হবে এবং এই ফি একটি ক্রসড ব্যাংক ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে বা ট্রাইব্যুনালের রেজিস্টারের অনুকূলে ভারতীয় পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ট্রাইব্যুনাল যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানে প্রদেয়।

(২) প্রদেয় ফি-এর পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:-

ক্রমিক নং	আবেদনের প্রকৃতি	প্রদেয় ফি-এর পরিমাণ
১	আইনের ১৯(১) ধারা বা ১৯(২) ধারার অধীনে বকেয়া ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন (ক) যেখানে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা (খ) যেখানে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার বেশি	১২,০০০ টাকা ১২,০০০ টাকা প্লাস ১,০০০ টাকা প্রতি এক লক্ষ টাকা বা তার অংশ, ১০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ঋণের জন্য, সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০ টাকা সাপেক্ষে ১২,০০০ টাকা প্লাস ১,০০০ টাকা প্রতি এক লক্ষ টাকা বা তার অংশ, ১০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ঋণের জন্য, সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০ টাকা সাপেক্ষে
২	আইনের ১৯(৮) ধারার অধীনে পাল্টা দাবির জন্য আবেদন (ক) যেখানে দাবির পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (খ) যেখানে দাবির পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার বেশি	১২,০০০ টাকা ১২,০০০ টাকা প্লাস ১,০০০ টাকা প্রতি এক লক্ষ টাকা বা তার অংশ, ১০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত দাবির জন্য, সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০ টাকা সাপেক্ষে ১২,০০০ টাকা প্লাস ১,০০০ টাকা প্রতি এক লক্ষ টাকা বা তার অংশ, ১০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত দাবির জন্য, সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০ টাকা সাপেক্ষে

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বনাম এমএসটিসি লিমিটেড ৪৫৭

[আর.এফ. নরিম্যান বিচারপতি]

ক্রমিক নং	আবেদনের প্রকৃতি	প্রদেয় ফি-এর পরিমাণ
৩	পাল্টা দাবি সহ পর্যালোচনা আবেদন (ক) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে (খ) কেরানি বা গাণিতিক ত্রুটি সংশোধনের জন্য চূড়ান্ত আদেশ ব্যতীত	১২৫ টাকা ১৯(১) বা ১৯(৮) ধারার অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে ৫০% ফি, সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা সাপেক্ষে ১৯(১) বা ১৯(৮) ধারার অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে ৫০% ফি, সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা সাপেক্ষে
৪	অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য আবেদন	২৫০ টাকা
৫	পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল যদি আপিলকৃত পরিমাণ হয় (i) ১০ লক্ষ টাকার কম (ii) ১০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি কিন্তু ৩০ লক্ষ টাকার কম (iii) ৩০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি	 ১২,০০০ টাকা ২০,০০০ টাকা ৩০,০০০ টাকা
৬	ওকালতনামা	৫ টাকা

৬. আইন এবং বিধিগুলির উপরোক্ত বিধানগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, পর্যালোচনা আবেদনগুলি ২২(২)(ঙ) ধারার সাথে বিধি ৫এ-এর সাথে পঠিত হয়। ২৪ ধারা, যা ট্রাইব্যুনালে করা আবেদনগুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য করে, ২(খ) ধারায় সংজ্ঞায়িত বিভাগ অনুসারে, শুধুমাত্র ১৯ ধারার অধীনে করা আবেদনগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য মূল আবেদন। এটা স্পষ্ট যে, পর্যালোচনা আবেদনকে ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন বলা সম্ভব নয়, এমনকি আইনের বিধানগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পাঠেও, কারণ এটি ২২(২)(ঙ) ধারার সাথে বিধি ৫এ-এর সাথে পঠিত হয়।

৭. প্রকৃতপক্ষে, আইনের ধারা ১৯ এর অধীনে ট্রাইব্যুনালে যে আবেদন করা হয় তা কেবলমাত্র যে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ আদায়ের জন্য করা হয়। এমনকি ধারা ১৯(২), যার উপর শ্রী দাভে দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছেন, তা স্পষ্ট করে যে, চূড়ান্ত আদেশ পাস হওয়ার আগে অন্য কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আবেদনকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ দিতে পারে, একই ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে একই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করে।

এছাড়াও, আইনের ১৯(৫) ধারার অধীনে, একটি লিখিত বিবৃতিতে সেট-অফ এবং/অথবা পাল্টা দাবির দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এবং আইনের ১৯(১৮) ধারার অধীনে, ১৯ ধারার অধীনে ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা আবেদনগুলিতে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা যেতে পারে। এই সমস্ত অবশ্যই ২২(২)(ঙ) ধারার অধীনে দায়ের করা পর্যালোচনার আবেদনের সাথে তুলনা করতে হবে, যা বিধি ৫এ-এর সাথে পঠিত হয়। এই ধরনের আবেদন ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য নয়, তবে রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটিগুলির জন্য শুধুমাত্র সেই আবেদন যা ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনে দেওয়া রায়ে রয়েছে।

৮. বিধিগুলি পাঠ করাও আলোকিত করে। বিধি ২(খ) এবং ২(গ) যথাক্রমে "আবেদনকারী" এবং "আবেদন" সংজ্ঞায়িত করে, যার মধ্যে ১৯, ৩১এ ধারার অধীনে আবেদনকারী এবং আবেদন, সেইসাথে ৩০(১) ধারার অধীনে দায়ের করা আপিল অন্তর্ভুক্ত। ৩১এ ধারার অধীনে একটি আবেদন হল ২০০০ সালের সংশোধনী আইন শুরু হওয়ার আগে কোনো আদালত কর্তৃক পাস করা ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করার জন্য একটি আবেদন এবং যা এখনও কার্যকর করা হয়নি। ৩০(১) ধারার অধীনে একটি আপিল হল আইনের অধীনে পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে করা একটি আপিল। বিধি ২(গ) কেন ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন ছাড়াও ৩১এ ধারার অধীনে আবেদন এবং ৩১ ধারার অধীনে দায়ের করা আপিল হিসাবে আবেদন সংজ্ঞায়িত করে, তার কারণ হল বিধিগুলির ৪ বিধির অধীনে এই ধরনের আবেদন/আপিল দায়ের করার পদ্ধতি বিধিগুলির সাথে সংযুক্ত ফর্ম ১ থেকে ৩-এর অধীনে নির্ধারিত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, বিধিগুলির অধীনে এই বর্ধিত সংজ্ঞাও বিধি ৫এ-এর অধীনে দায়ের করা পর্যালোচনার আবেদন অন্তর্ভুক্ত করে না। প্রকৃতপক্ষে, বিধি ৭ স্পষ্টভাবে জানায় যে, পর্যালোচনার আবেদন সহ প্রতিটি আবেদন, পৃথকভাবে এবং স্বাধীনভাবে বিবেচিত হয়, কারণ এই ধরনের আবেদন দায়ের করার জন্য প্রদেয় ফিগুলি ব্যাপকভাবে আলাদা, যা বিধি ৭(২) থেকে স্পষ্ট।

৯. প্রকৃতপক্ষে, এই আদালত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে (উপরে) বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছিল যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারা আরডিবি আইনের ৩০(১) ধারার অধীনে ৩০ দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের করতে বিলম্ব মওকুফ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা। আদালত প্রথমে ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলেছে যে, আরডিবি আইন নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ আইন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা দ্রুত আদায়ের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কোড।

তারপর অনুচ্ছেদ ২২(১) এবং অনুচ্ছেদ ৯-এ উল্লেখ করে যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারা একটি ট্রাইব্যুনালে যথাযথভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ এটি কোনো আদালত নয় (অনুচ্ছেদ ১০), আদালত রায় দেয়:

"১১. আরডিবি আইনের ২(খ) ধারার অধীনে "আবেদন" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ১৯ ধারার অধীনে করা একটি আবেদন হিসাবে। চতুর্থ অধ্যায়ের পরবর্তী বিধানটি একটি ট্রাইব্যুনালে মূল প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত। ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আপিল ট্রাইব্যুনালের আগে ৪৫ দিনের মধ্যে করা যেতে পারে, যা ২০(৩) ধারার অধীনে যথেষ্ট কারণ থাকলে মওকুফ করা যেতে পারে। ট্রাইব্যুনাল ১৯(২২) ধারার অধীনে একটি পুনরুদ্ধার সার্টিফিকেট জারি করে, যা পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা অধ্যায় V-এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া করে। পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিধি ৪-এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের আগে একটি আপিল করতে পারে, যা নির্ধারিত ফর্ম III-এ একটি আবেদনের মাধ্যমে করা হয়। বিধি ২(গ) ৩০(১) ধারার অধীনে একটি আপিল স্মারকলিপি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য "আবেদন" সংজ্ঞায়িত করে। আপিল আপিল ট্রাইব্যুনালের আগে করা হয়, ট্রাইব্যুনাল থেকে পৃথক, ৩০ দিনের মধ্যে। আরডিবি আইনের ২৪ ধারা, অতএব, স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানগুলিকে শুধুমাত্র ১৯ ধারার অধীনে করা মূল "আবেদন" এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে। ২(খ) ধারার সাথে ২(গ) ধারার "আবেদন" এর সংজ্ঞাটি আইনের বিধানের বাইরে প্রসারিত করা যাবে না এবং ৩০(১) ধারার অধীনে একটি আপিলের ক্ষেত্রে আরডিবি আইনের ২৪ ধারার অর্থ প্রসারিত করা যাবে না। এই ধরনের কোনো ব্যাখ্যা আইনী উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে, যা আইন প্রদান করে এবং সীমাবদ্ধ করে। আইনের বিধানের বাইরে বিধিগুলি প্রসারিত করা, অন্যথায় আইনসভা স্পষ্টভাবে প্রতিরোধ করেছে, উদ্দেশ্যকে প্রতিরোধ করেছে।

১২. ২০০০ সালে ৩০ ধারার প্রাক এবং পোস্ট সংশোধনী অধ্যয়নের তুলনামূলক অধ্যয়ন দেখায় যে, পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা, একটি ট্রাইব্যুনাল হিসাবে, প্রক্রিয়াগুলির নির্ধারিত অবস্থা প্রকাশ করে। পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা যদি একটি ট্রাইব্যুনাল হিসাবে বিবেচিত হন, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবেচনাগুলি উত্থাপিত হতে পারে।

২০০০ সালের সংশোধনের আগে ৩০ ধারা	২০০০ সালের সংশোধনের পরে ৩০ ধারা
"ট্রাইব্যুনালের আদেশ হিসাবে বিবেচিত পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার ৩০টি আদেশ। - ২৯ ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা ২৫ থেকে ২৮ ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে আদেশ দেন, তা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আপিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে।"	"পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে ৩০টি আপিল। - (১) ২৯ ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি, আদেশ জারির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে, ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আপিল পাওয়ার পর, ট্রাইব্যুনাল আপিলকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর এবং উপযুক্ত মনে করলে তদন্ত করার পর, পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা ২৫ থেকে ২৮ ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে আদেশ দেন, তা নিশ্চিত, সংশোধন বা বাতিল করতে পারে।"

১৩. আরডিবি আইন একটি বিশেষ আইন। প্রক্রিয়াগুলি একটি সংবিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনালের আগে হয়। আইনটির পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে বিধান করে যে, আইনসভা মূল আবেদনগুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানগুলির প্রয়োগের জন্য বিধান করেছে, যা ১৯ ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালের আগে করা হয়। আপিল ট্রাইব্যুনালকে আইনের ২০(৩) ধারার অধীনে ৪৫ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আগে প্রক্রিয়াগুলি ট্রাইব্যুনালের আগে হয় না। ২৪ ধারা শুধুমাত্র ১৯ ধারার অধীনে উদ্ভূত মূল আবেদনগুলির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সময় বাড়ানোর জন্য কোনো বিধান বাদ দেওয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, আইনসভার উদ্দেশ্য বাদ দেওয়ার ছিল। পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ৩০(১) ধারার অধীনে নির্ধারিত ৩০ দিনের সময়সীমা সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার প্রয়োগের মাধ্যমে মওকুফ করা যাবে না।

১০. এই আদালতের রায় স্পষ্টভাবে জানায়, যদিও সামান্য ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, যে আরডিবি আইনের ২৪ ধারায় শুধুমাত্র ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য কোনো আবেদনের কথা নয়। এই কারণে, একটি পর্যালোচনা আবেদন, ১৯ ধারার অধীনে আবেদন না হয়ে, ২২ (২) (ই) ধারা আর/ডব্লিউ বিধি ৫এ-এর অধীনে আবেদন হওয়ায়, এই রায়টি আরডিবি আইনের ২৪ ধারার পরিধি থেকে পর্যালোচনা আবেদনগুলিকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১১. তবে, শ্রী দাভে পূর্বের রায়ের অনুচ্ছেদ ১২-এর উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং বিশেষ করে, "পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আগে প্রক্রিয়াগুলি যদি একটি ট্রাইব্যুনাল হিসাবে বিবেচিত হত, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবেচনাগুলি উত্থাপিত হতে পারত" এই বাক্যটির উপর। এই বাক্য থেকে, বিজ্ঞ আইনজীবীরা অনুমান করতে চেয়েছিলেন যে, ১৯ ধারার অধীনে আবেদনগুলি ছাড়াও, "আবেদন"-এর মধ্যে অন্যান্য আবেদনও অন্তর্ভুক্ত হবে, যা ২৪ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, তবে আমরা ভীত যে, এই যুক্তি গ্রহণ করা যাবে না।

১২. আমরা ভীত যে, আমরা উপরোক্ত যুক্তির সাথে একমত হতে পারছি না। এই রায়ের স্পষ্ট রেশিও ডেসিডেন্ডি স্পষ্টভাবে জানায় যে, ২৪ ধারায় শুধুমাত্র ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য কোনো আবেদনের কথা নয়। শ্রী দাভে যে বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন, তা শুধুমাত্র ৩০ ধারার সংশোধিত এবং অসংশোধিত অংশের সাথে তুলনা করে পড়লে অর্থবহ হয়। অসংশোধিত ধারার অধীনে, যখন পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশ ট্রাইব্যুনালের আদেশ হিসাবে বিবেচিত হত, তখন আপিল আপিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হত। এর মানে হল যে, আরডিবি আইনের ২০ ধারা প্রযোজ্য হত, যার ফলে ২০(৩) ধারা বিলম্ব মওকুফের অনুমতি দিত। সংশোধনীর পরে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, পুনরুদ্ধার কর্মকর্তাকে আর ট্রাইব্যুনাল হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, যার ফলে পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল প্রথমে আপিল ট্রাইব্যুনালে না করে ট্রাইব্যুনালে করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে, আদালতের রায়ের অনুচ্ছেদ ১২-এর উপরোক্ত বাক্যটি পড়তে হবে, যা স্পষ্টভাবে জানায় যে, যদি অসংশোধিত ৩০ ধারা প্রযোজ্য হত, তবে ২০(৩) ধারায় থাকা বিধানটি প্রযোজ্য হত, যা বিলম্ব মওকুফের অনুমতি দিত।

১৩. শ্রী দাভের দ্বিতীয় যুক্তি হল, যেকোনো ক্ষেত্রে, একটি পর্যালোচনা আবেদন হল মূল প্রক্রিয়ায় আদেশের একটি সংশোধন মাত্র এবং তাই মূল প্রক্রিয়ার অংশ এবং পার্সেল, যা কমলেশ বর্মা বনাম মায়াবতী অ্যান্ড আদার্স (উপরোক্ত) এর এই আদালতের রায়ে বিবেচনা করা যাবে না। এই আদালত রায় দেয়ঃ

১৩. একটি ফৌজদারি কার্যবিধিতে, রেকর্ডের মুখে আপাত ত্রুটির ভিত্তিতে পর্যালোচনা অনুমোদিত। একটি পর্যালোচনা কার্যবিধি মামলার মূল শুনানির সাথে তুলনা করা যাবে না।

২০.২. কখন পর্যালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না:

(i) XXX

(iii) পর্যালোচনা কার্যবিধি মামলার মূল শুনানির সাথে তুলনা করা যাবে না।"

১৪. বিধি ৫এ-এর বাধ্যতামূলক ভাষা এটাও স্পষ্টভাবে জানায় যে, ৩০ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার কোনো ক্ষমতা নেই। এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিধি ৫এ ১৯৯৭ সালে একটি দীর্ঘ সময়সীমা সহ যোগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ পর্যালোচনা আবেদন দায়ের করার জন্য ৬০ দিন। ২০১৬ সালের ৪ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়া সংশোধনীর মাধ্যমে এই সময়সীমা কমিয়ে ৩০ দিন করা হয়। এই দুটি বিষয় থেকে এটা স্পষ্ট যে, মূল বা সংশোধিত বিধানে, ২০(৩) ধারায় উল্লিখিত বিলম্ব মওকুফ করার কোনো পৃথক ক্ষমতা নেই; এবং দ্বিতীয়ত, ৬০ দিনের সময়সীমা খুব দীর্ঘ বিবেচিত হয়েছিল এবং তাই ৩০ দিনের সময়সীমা করা হয়েছিল, যা এটা প্রমাণ করে যে, পর্যালোচনা আবেদনগুলি, যদি সেগুলি দায়ের করা হয়, তবে সীমাবদ্ধতার একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দায়ের করা উচিত - অন্যথায় সেগুলি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৫. এই আদালত এটাও মনে করে যে, হাইকোর্ট দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ XLVII বিধি ৭ ভুলভাবে প্রয়োগ করেছে। আদেশ XLVII বিধি ৭ নিম্নরূপ:

"৭. প্রত্যাখ্যানের আদেশ আপিলযোগ্য নয় - আবেদন মঞ্জুর করার আদেশ প্রত্যাখ্যানের আপত্তি। -

(১) আদালতের প্রত্যাখ্যানের আদেশ আপিলযোগ্য হবে না, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর করার আদেশের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আপত্তি করা যেতে পারে বা মামলার ডিক্রি বা আদেশে আপিল করা যেতে পারে।

(২) যেখানে আবেদনকারীর উপস্থিত না হওয়ার কারণে আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হয়, সেখানে তিনি প্রত্যাখ্যাত আবেদনটি ফাইলে পুনঃস্থাপনের আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবেন, এবং যেখানে আদালতের সন্তুষ্টি অনুসারে প্রমাণিত হবে যে, শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল এমন কোনও পর্যাপ্ত কারণে তাকে হাজির হতে বাধা দেওয়া হয়েছিল,

সেখানে আদালত খরচ বা অন্য কোনও শর্তে, যা উপযুক্ত মনে করবে, সেটি ফাইলে পুনঃস্থাপনের আদেশ দেবেন এবং শুনানির জন্য একটি দিন নির্ধারণ করবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে কোনো আদেশ জারি করা হবে না, যদি না প্রতিপক্ষকে নোটিশ দেওয়া হয়।"

১৬. ২২(১) ধারা স্পষ্টভাবে জানায় যে, ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না, যা স্পষ্টভাবে জানায় যে, আদেশ XLVII বিধি ৭ ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এছাড়াও, ২০ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, যা পর্যালোচনা আবেদন এবং আপিলের সাপেক্ষে তৈরি আদেশ সহ করা যেতে পারে এমন সমস্ত আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাই আদেশ XLVII বিধি ৭ কীভাবে প্রযোজ্য হবে, তা বোঝা কঠিন, কারণ ২০ ধারা আরডিবি আইনের একটি সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক বিধির অংশ। আইনের ৩৪ ধারা স্পষ্টভাবে জানায় যে, ১৯৯৩ সালের আইন, বর্তমানে বলবৎ অন্য যেকোনো আইনের উপর প্রাধান্য পাবে, যার মধ্যে দেওয়ানি কার্যবিধি অন্তর্ভুক্ত। হাইকোর্ট, এই রায় দিতে ভুল করেছে যে, পর্যালোচনা আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে কোনো আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না এবং একটি রিট পিটিশন গ্রহণযোগ্য হবে।

১৭. শ্রী দাভের যুক্তি যে, আপিলকারীর আচরণ অনুসারে, ২০১২ সালে একটি আই.এ. দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে রায় দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল, যা ২০১৭ সালের আগে অসংগতভাবে দায়ের করা হয়েছিল, অর্থাৎ পাঁচ বছর পরে, এর কোনো ভিত্তি নেই। ২০১৩ সালে, প্রতিবাদী ডিআরটি মুম্বাইয়ের এখতিয়ারকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যা ২০১৭ সালে আপিলে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যখন উক্ত আই.এ. দায়ের করা হয়েছিল। যেকোনো ক্ষেত্রে, এটি এমন কোনো যুক্তি নয়, যা নিজেই, ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা এসএলপি খারিজের দিকে পরিচালিত করবে।

১৮. এই সমস্ত কারণের জন্য, আমরা মনে করি যে, হাইকোর্টের রায় বহাল রাখা যাবে না এবং তাই বাতিল করা হল। আপিল সেই অনুযায়ী মঞ্জুর করা হল।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল মঞ্জুর।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও
প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen